133

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষার গুরুত্ব

সাজেদা এনায়েতুল্লাহ্ শাম্মী

একটি স্বাধীন দেশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছেশিক্ষা। শিক্ষার সঠিক উন্নতি না ঘটলে দেশের জনগণ স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। আর জনগণ যদি স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বেশীদিন অক্ষুণ্ন রাখা যায় না। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকের এই বোধ থাকতে হবে যে, স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর। স্বাধীনতা রক্ষায় জনগণকে অতন্দ্র প্রহরীর মত সদা সতর্ক থাকতে হয়। সচেতন থাকতে হয় নিজের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি। তাছাড়া কোন দেশের অঢেল প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক সম্পদ থাকলেও মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন না হলে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক সম্পদের আহরণ এবং উন্নয়ন সম্ভব হয় না। মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত অফুরন্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে শিক্ষিত এবং সম্ভাবনাময় মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে শিক্ষা। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশী মেধা ও প্রতিভা সুপ্ত থাকে। শিক্ষার জিয়নকাঠির স্পর্শেই মানুষের সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে; মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। পরাধীন দেশ থাকে বিজাতীয় প্রভাবাধীন। কাজেই পরাধীন পরিবেশে জাতির সুপ্ত প্রতিভা ও নৈতিক মূল্যবোধের যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই বলে পরাধীনতার অবসান হলেই স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্পূর্ণ অর্জিত হয়ে যায় না। শুধু পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার মধ্যেই কোন জাতির স্বাধীনতার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের পর অবাধ পরিবেশে মানসিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে জাতিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই স্বাধীনতার চরম ও পরম লক্ষ্য। সুতরাং স্বাধীন দেশের সর্বপ্রথম ও প্রধান অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় প্রতিভা ও মননশীলতার বিকাশের লক্ষ্যে 'শিক্ষাকে' অগ্রাধিকার দেয়া।

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশই অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হয়েও শুধুমাত্র শিক্ষা এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের উপর নিজ সম্পদ আহরণের জন্য চরমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারণে এসব দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পরিণামে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ধর্মীয় সংস্কৃতিভিত্তিক যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ না ঘটিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলভাবে সাজালে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হবে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে জাতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে শিক্ষার সর্বস্তরে যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীর অন্তরে বিজাতীয় ভাবধারার পরিবর্তে নৈতিক মূল্য-বোধের ভিত্তিতে স্বাজাত্যবোধ গ্রোথিত করতে হবে। নতুবা সে শিক্ষা থেকে কখনো কোন কল্যাণ আশা করা যাবে না।

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের শিক্ষার এক করুণ অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। বিশেষ করে শিক্ষার উচ্চতম বিদ্যাপীঠগুলোতে এটা যেন একটা অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র রাজনীতি এ সন্ত্রাসের মূল কারণ হিসাবে ধরা হলেও কিন্তু সবকিছুর মূল উৎস হচ্ছে নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষার অভাব। সরকারী পরিসংখ্যানে দেশের শিক্ষিতের হার প্রায় ২৫ শতাংশ। কিন্তু মামুলী সাক্ষরদানসম্পন্ন শিক্ষিত বাদ দিলে শিক্ষিতের হার ১০ শতাংশ এবং সুশিক্ষিতের হার ১ শতাংশও হবে কিনা সন্দেহ। আজ শিক্ষিত জন-গোষ্ঠীর নৈতিক শিক্ষার অভাবহেতুই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা, সনাতনী শিক্ষিতের খাতায় নাম ঠুকেই আমরা আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, চোরাকারবার ও কর্মবিমুখতায় যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি এবং দেশকে বিদেশী বিশে-যজ্ঞ, বিদেশী পণ্য ও সংস্কৃতিনির্ভর করে তুলছি, তাতে জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট না হয়ে পারে না। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রশাসন মহান শিক্ষাব্রতের এক একটি অংশ। এর যেকোন একটি রুগ্ন হলে অন্যগুলিও সংক্রমিত হয়। বিশেষতঃ ছাত্রদের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে কিংবা শিক্ষার প্রায়োগিক কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের মর্যাদা রক্ষা পায় না। তেমনি শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হলে শিক্ষার যথার্থতাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় যেন একটা বিরাট মৌলিক 'গ্যাপ' রয়ে গেছে, আর তা হচ্ছে সৎ, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান মানুষ গড়ার- সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার 'নৈতিক শিক্ষা'র অভাব। এই নৈতিক শিক্ষার অভাবের ফলেই শিক্ষা আজ জাতির মেরুদন্ড না হয়ে সন্ত্রাস, বেকারত্ব ও দুর্নীতির রাহুগ্রস্ত। শিক্ষকদের অনেকের কাছেই শিক্ষা এখন মানুষ গড়ার মহানব্রত না হয়ে নিজেদের আত্মস্বার্থের তেজা-রতিতে পরিণত হয়েছে, শিক্ষা সনদ আজ বাণিজ্যিক পণ্য। শিক্ষাঙ্গনগুলি সন্ত্রাসীদের কুরুক্ষেত্র, শিক্ষার এমনি রাহুগ্রস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় দেশের উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছু শিক্ষার্থীরা ক্রমবর্ধমান হারে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ই শুধু বেড়ে যাচ্ছে না, ঐসব শিক্ষার্থীরা এক ধরনের ব্রেন ওয়াশেরও শিকার হচ্ছে। স্বাধীনতার এত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিক্ষা এখনো ন্যায়বোধ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশলতার দিশারী হতে পারছে না; এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের জন্য আর কি হতে পারে।

বিজ্ঞান মনস্ক, জীবন ঘনিষ্ঠ নৈতিক শিক্ষাই আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। জনসংখ্যাকে শক্তি ও সম্পদে রূপান্ত-রিত করতে পারে। সরকারী ব্যয় শিক্ষাক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলেই অবস্থার উন্নতি হবে না। আমাদেরকে সমস্যার উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। এ ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধিতে আমরা যেন ব্যর্থ হচ্ছি। ফলে কার্যকর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, একটি জাতিকে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প থাকতে পারে না। নৈতিক অবক্ষয়ের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের শিক্ষার সাথে সুউচ্চ মূল্যবোধের, শিক্ষিতের সাথে নৈতি-কতার এবং শিক্ষার কলাকৌশলের সাথে স্বয়ংক্রিয় জীবিকার সাযুজ্য ঘটাতে হবে। প্রতিটি সচেতন নাগরিককে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে কার্য নির্ধারণের এখনই সময়। যথার্থ শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তুলে আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে।